দৈনিক বাংলা

৩

তারিখ ৭.১.২০৮২ ... পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ...

৮।৯।৮২

২২টি কেজি স্কুলের বেতন দু'শো টাকার বেশী

।। সুনীল ব্যানার্জি ।।

ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ শহরের ২২টি কিন্ডারগার্টেন স্কুলের নার্সারী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিকবেতন দিতে হয় দু'শ টাকারও বেশী। এখানকার ৩১টি এ ধরনের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিক বেতন ১শ' ১ টাকা থেকে ২'শ টাকা।

বর্তমানে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ শহরে প্রায় দু'শ' কিন্ডারগার্টেন, নার্সারী ও টিউটোরিয়াল ইন্সটিটিউশন রয়েছে। এর অধিকাংশ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেব মাসিক বেতন দিতে হয় ২০ থেকে ৬০ টাকা পর্যন্ত। বাকী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিক ৬১ টাকা থেকে ১শ' টাকা পর্যন্ত বেতন দিতে হয়।

সাম্প্রতিক এক জরিপে জানা গেছে যে শতকরা ৯৭ ভাগ এসব স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে নিজস্ব কোন যানবাহনের ব্যবস্থা নেই। শতকরা পাঁচ ভাগ স্কুলের নেই বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা। রাজধানীর সূত্রাপুর থানা এলাকায় অবস্থিত এ ধরনের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের রয়েছে। এবং শতকরা পাঁচভাগ বিনা ভাড়ায় আবাসিক বাড়ীতে চলছে।

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

২২টি কেজি স্কুল

(১-এর পৃঃ পর)

জন্যে নেই আদৌ কোন পানীয় জলের ব্যবস্থা।

এসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ও ছাত্রীর গড় সংখ্যা যথাক্রমে শতকরা ৬০ ও ৪০ ভাগ। প্রতিটি স্কুলে গড়ে দশজন করে শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। তবে শিক্ষিকার সংখ্যা বেশী। শিক্ষিকার সংখ্যা শতকরা ৭৭ ভাগ।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রায় অর্ধেক-কই গ্রাজুয়েট। শতকরা ৩০ ভাগেরও বেশী শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি পর্যন্ত। এছাড়া, শতকরা মাত্র ১৫ ভাগ শিক্ষক-শিক্ষিকা এসএসসি পাস করে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান দান করছেন। ইংরেজী মিডিয়াম এইসব স্কুলের শতকরা আট ভাগ শিক্ষক শিক্ষিকা এসএসসিও পাস করেন নি। এইসব স্কুলের পোস্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য।

এইসব প্রতিষ্ঠানে যারা শিক্ষকতা করছেন তাদের বেশীর ভাগই বয়সে তরুণ। জরিপে দেখা গেছে যে, শতকরা ৫৪ ভাগ শিক্ষক-শিক্ষিকার বয়স সীমা ২১ থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত। ৩১ থেকে ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষকের সংখ্যা শতকরা ২৮। পঞ্চাশ উর্ধ শিক্ষকের সংখ্যা শতকরা মাত্র তিন ভাগ।

জরিপে দেখা গেছে যে, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের ১৫টি থানার মধ্যে সবচেয়ে বেশী কিন্ডারগার্টেন ও নার্সারী স্কুল গড়ে উঠেছে ধানমন্ডি এলাকায়। এই থানায় স্কুলের সংখ্যা ৩১টি। এরপর মোহাম্মদপুর, মীরপুর ও রমনা এলাকায়। এই তিনটি এলাকায় এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যথাক্রমে ২৪, ২১ ও ১৯।

জরিপে আরো জানা গেছে যে, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে গড়ে উঠা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৬৩ ভাগের কোন রেজিস্ট্রেশন নেই। শতকরা ২৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রেশনের জন্যে সরকারের কাছে আবেদন করেছে। শতকরা মাত্র ৮ ভাগ স্কুলের রেজিস্ট্রেশন রয়েছে।

জরিপে জানা গেছে যে, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের অধিকাংশই এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলছে ব্যক্তিগত মালিকানায়। শতকরা মাত্র ৫টি সমবায় ভিত্তিতে, শতকরা ১০টি যৌথ মালিকানায় চলছে। শতকরা ৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাচেছ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান।

জরিপে আরো দেখা গেছে প্রতি ২০টি এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৫টিরই নেই নিজস্ব কোন ভবন। অর্থাৎ শতকরা ৭৫ ভাগ প্রতিষ্ঠান ভাড়া করা বাড়ীতে চলছে। শতকরা ২০ ভাগ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ভবন আছে।